W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 59 /SMC/WBHRC/~~Com/2016~~-17

Date: 03. 02.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Eai Samay' a Bengali daily dated 03.02.2017, captioned ' অথৈ জলে শ্লীলতাহানির তদন্ত'

The Commissioner of Police, Kolkata is directed to submit a detailed report by 9th March,2017 enclosing thereto:-

(a) Copy of the F.I.R,

(b) Statement of the victim lady

(c) Address and full particulars of the victim lady.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 03.02. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC.

এই শহর

* এই সময় কলকাতা শুক্রবার ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

অথৈ জলে শ্লীলতাহানির তদন্ত

কাঠগড়ায় চিকিৎসকরা, প্রশ্নে এনআরএস কর্তৃপক্ষ-পুলিশের ভূমিকা

ঝিলম করগুপ্তাই

অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে এনআরএস হাসপাতালে এসেছিলেন মধ্যবয়স্ক মহিলা। অভিযোগ, ছেলের অসুখ নিয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে কথা কাটাকাটির জেরে আউটডোরেই চিকিৎসকদের হাতে নিগ্রহের শিকার হন ওই মহিলা। বিচার চেয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নিগৃহীতা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটিও গঠন করেন। পুলিশও শ্লীলতাহানির মামলা রুজু করে। এন্টালি থানার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে নিগৃহীতাকে আদালতে নিয়ে গিয়ে গোপন জবানবন্দিও নথিভুক্ত করান। কিন্তু ওই পর্যন্তই! পুলিশ বলছে, তদন্ত চলছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও বলছেন, কমিটি হয়েছে। তবে দেখতে দেখতে দু'মাস হতে চললেও অভিযুক্ত ডাক্তারদের চিহ্নিত করার ব্যাপারে কোনও অগ্রগতিই প্রকাশ্যে আসেনি। সবার মুখেই কুলুপ। কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের হাবভাবে সুবিচার নিয়ে প্রশাসনের সদিচ্ছা সম্পর্কেই নিগৃহীতার পরিবার এখন প্রবল সন্দিহান।

নিগৃহীতার স্বামী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় 'এই সময়'-কে জানান, 'হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাবেভাবে মনে হচ্ছে, তারা বিষয়টা ধামাচাপা দিতে চাইছে। আমাদের বলেছিল, অভিযুক্ত ডাক্তাররা ছুটিতে গিয়েছেন। অথচ, আমি ওই হাসপাতালে নিয়মিত ব্যক্তিগত কাজে যাই। সেখানে ওই ডাক্তারদের রোজ ডিউটি করতে দেখছি।' পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার জন্য তদন্ত চলছে। আর এনআরএস মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ দেবাশিস ভট্টাচার্যের মন্তব্য, 'আইন মোতাবেক যা করা দরকার, তাই করা হচ্ছে। পুরো বিষয়টাই বিচারাধীন।'

ঘটনা গত ৮ ডিসেম্বরের। বছর উনিশের ছেলেকে নিয়ে সাজ্জারি বিভাগের বহির্বিভাগে এসেছিলেন মধ্যবয়স্ক ওই মহিলা। উপস্থিত ডাক্তারকে একাধিক বার প্রশ্ন করেও জানতে পারেননি, ছেলের কী হয়েছে। মহিলার অভিযোগ, 'আমার সামনে এক কম বয়সি ডাক্তার বলেন— এত ক্যামেলা করার কী আছে। ওষুধ লিখে দিচ্ছি। মরে গেলে মরে যাবে।' এতে মহিলা উত্তেজিত হয়ে প্রতিবাদ করলে উপস্থিত তিন ডাক্তার ওই মহিলার উপরে চড়াও হন। নিগৃহীতার অভিযোগ, 'এর পর এক জন আমার হাত ধরে, এক জন কাঁধে হাত দিয়ে এবং তৃতীয় জন কোমরে ধরে টেনে অন্য ঘরে নিয়ে যেতে থাকে। দেখে ছেলে বাধা দেয়।' হইচই শুনে পাশের চেম্বার থেকে এক ডাক্তারবাবু বেরিয়ে এসে সবাইকে নিরস্ত করেন। তিনিই ওই কিশোরকে দেখে ওষুধ লিখে দেন।

ওই দিনই ঘটনা সম্পর্কে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজের কমপ্লেন্ট বক্সে অভিযোগ জমা দেন মহিলা। অসুস্থ বোধ করায় বাড়ি ফিরে পরের দিন সপরিবারে এন্টালি থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। শ্লীলতাহানির মামলা রুজু হয়। মহিলার স্বামীর বক্তব্য, 'শুরুতে কলেজ কর্তৃপক্ষকে তৎপর মনে হয়েছিল। আমাদের ফোন করে কলেজে আসতে বলেছিলেন এক সহকারী সুপার। পরে তিনিই ফোনে বলেন, ডাক্তাররা ছুটিতে রয়েছেন। এখন পদক্ষেপ করা যাবে না।' পুলিশও তদন্তে তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না বলে অভিযোগ পরিবারের। জানা যায়নি, পুলিশ আদৌ কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে কোনও সমন পাঠিয়েছে কি না? সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা হয়েছে কি না? শুধু তাই নয়, কলেজ কর্তৃপক্ষ নিজস্ব তদন্ত কমিটি গড়লেও কোনও ডাক্তারের বিরুদ্ধে এই ঘটনার জন্য এখনও প্রশাসনিক পদক্ষেপের কথাও জানা যায়নি। দু'মাস হতে চলল, কমিটি নাকি রিপোর্টই সম্পূর্ণ করে উঠতে পারেনি। নিগৃহীতার প্রশ্ন, 'আমরা গরিব মানুষ আর ওঁরা ডাক্তার বলেই কি এই বৈষম্য?'

আজকের ভাল থাকার সহজ প
কেমন আছ

W. B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA - 27

A further reminder be issued to the Pr Secy, Health and Family Welfare Deptt to file his report by 5th June 2017

C.P. Kolkata is also directed to keep the Commission informed about progress in the investigation by 5th June 2017.

Ld Registrar is directed to upload the order in the website.

13/4/17

Ld. Registrar